রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২২

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ভাদ্র ১৪২৯/১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৪১.০০.০০০০.০১৬.২৩.০০৫.২১-১২২—মানবতার উন্নয়নে সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদানের লক্ষ্যে **'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' নীতিমালা, ২০২২** জারি করা হইল।

'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' নীতিমালা, ২০২২

১। **নীতিমালার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নীতিমালা **'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' নীতিমালা, ২০২২** নামে অবহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদানের পটভূমি:**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়''। তিনি ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ) এ "সামাজিক নিরাপত্তার

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করিয়া সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতেছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবৎসরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবৎসরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, ইত্যাদি নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিক, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করিয়া ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বাল্য বিবাহ রোধ, সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী কোটা চালু, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়িয়া তোলা এবং প্রতিবন্ধী মোবাইল থেরাপী ভ্যানসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়নসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার করিয়া দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করিয়া যাইতেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.১৬ একর জমি কেবল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে সারা পৃথিবীতে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরতীরে বা ভিন্ন দেশের সীমান্তে আশ্রয় লাভের আকুতি নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে। উন্নত দেশের রাষ্ট্র নায়করাসহ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন যখন শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাচ্ছে,তখন, বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-"প্রয়োজনে একবেলা খেয়ে থাকব", এ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মিয়ানমার হইতে আগত শরণার্থীর ঢলকে বিশাল জনসংখ্যার ছোট্ট আয়তনের

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয়সহ মানবিক বিপর্যয়রোধে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হইয়াছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মহান মানবিক উদ্যোগ আজ সারা বিশ্বে "মাদার অব হিউম্যানিটি" হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এছাড়াও তিনি প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, হুপে-বোয়ানি শান্তি পুরস্কার, মাদার তেরেসা, এম কে গান্ধী, শান্তিরবৃক্ষ, সাউথ সাউথ এবং চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরস্কারসহ আরো অনেক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মহান উদ্যোগ দেশের জনগণ ও সমাজসেবার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করিয়া সকলকে মানবতার কাজে নিবেদিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। এ মহান উদ্যোগ বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিয়া প্রণোদনা প্রদান করা গেলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়ক হইবে।

জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, কৃষি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে পদকের ব্যবস্থা থাকিলেও সমাজকল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো পদক নাই। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' চালু করা হইলে মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রধানমন্ত্রীর নানামুখী কর্মকান্ডে উৎসাহিত হইয়া এ দেশের সর্বস্তরের জনগণ মানব উন্নয়ন ও কল্যাণে উজ্জীবিত হইবে। মানবতার উন্নয়নে সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' শীর্ষক জাতীয় পদক অনন্য সংযোজন হিসাবে গণ্য হইবে।

৩। জাতীয় পদকের নাম, পদক প্রদান, ইত্যাদি।—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতি বৎসর এই নীতিমালার নীতি অনুযায়ী **'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক'** নামে জাতীয় পদক প্রদান করিতে হইবে।

(২) প্রতিবৎসর ০২ জানুয়ারি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' অনুষ্ঠানে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দিন, তারিখ ও অনুষ্ঠানে এই পদক প্রদান করা যাইবে।

৪। 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদানের ক্ষেত্র, নাম খোদাই, ইত্যাদি।—(১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান;

(খ) প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(গ) প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান;

(ঘ) সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনঃএকত্রীকরণ; এবং

(ঙ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যাহা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ।

(২) উপ-নীতি (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ খোদাইপূর্বক পদকে উল্লেখ এর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, পদকের সংক্ষিপ্ত নাম হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতার কল্যাণ;

(খ) প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণ;

(ঘ) আইনের সংঘাতে জড়িত শিশু/নিরাশ্রয় ব্যক্তির কল্যাণ; এবং

(ঙ) মানবকল্যাণে ইতিবাচক কার্যক্রম।

৫। **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—এই নীতিমালার নীতি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সাপেক্ষে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) ব্যক্তি পর্যায়ে:

(১) এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

(২) চারিত্রিক গুণাবলি ও দেশাত্ববোধে অনন্য হইতে হইবে;

(৩) পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

(খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

(১) Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961) অনুযায়ী নিবন্ধিত হইতে হইবে;

(২) প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সদস্যদের নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত হইবে;

(৩) অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ড পরিচালনায় অনন্য হইতে হইবে; এবং

(৪) স্থানীয় চাহিদা ও সামর্থ্য বিবেচনায় মানব সম্পদকে দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসাবে গড়িয়া তুলিতে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকিতে হইবে।

(গ) **সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে:** মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

৬। **পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা**—(১) রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে বা দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত অথবা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো বিষয়ে একবার পদক প্রাপ্ত হইলে পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) পদক প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কোনো তদবির বা অনুরোধ করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। **পদক সংখ্যা।**—(১) প্রতি বৎসর অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১টি করে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) টি 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা যাইবে।

(২) সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান না পাইলে পদক সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিবে।

৮। **পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি।**—পদকে নিম্নবর্ণিত উপাদান বা বিষয়াদি থাকিবে, যথা :—

(ক) ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

(খ) 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' এর একটি রেপ্লিকা;

[রেপ্লিকাসমূহ ০.৩৬ (শূন্য দশমিক তিন ছয়) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা ইলেক্ট্রোপ্লেটেড হইবে];

(গ) ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) এবং দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা (ক্রসড চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়); এবং

(ঘ) একটি সম্মাননা সনদ (নমুনানুসারে)।

৯। **পদক প্রদান কর্মসূচির ব্যয়।**—পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতি বৎসর নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দ রাখিতে হইবে।

১০। **মনোনয়ন প্রক্রিয়া।**—(১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এই নীতিমালার নীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহবান করিতে পারিবে।

(২) উপ-নীতি (১) এর অধীন আহবানকৃত মনোনয়ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির সদস্য সচিব এর নিকট প্রেরণের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) উপ-নীতি (১) এর অধীন আহবানকৃত মনোনয়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কার্যালয়ের নিকট প্রস্তাব আহ্বান করিয়া পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-নীতি (১) ও (২) এর অধীনে প্রদত্ত আহবান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্ত অধিদফতরসহ অন্যান্য সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৬) জেলা সমাজসেবা কার্যালয় জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি করিয়া মোট ১০ (দশ) টি নাম সুপারিশসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করিবে।

(৭) অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হইতে প্রস্তাব সরাসরি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) মনোনয়নের সহিত জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল উহার উল্লেখ এবং এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার অবদানের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও প্রমাণাদি থাকিতে হইবে।

(৯) মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রম, প্রকল্প বা কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকিতে হইবে।

(১০) সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছক ব্যবহার করিতে হইবে।

১১। পদক চূড়ান্ত সময়সূচি।—পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের (জুলাই-জুন) কর্মকান্ড বিবেচনায় নিতে হইবে এবং এই প্রক্রিয়া নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা :—

ক্রমিক নং	**কর্মসূচি**	**নির্ধারিত সময়সীমা**
১.	মনোনয়ন আহবান	৫ জুলাই
২.	জেলা কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	৩১ জুলাই
৩.	জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৭ আগস্ট
৪.	জেলা কমিটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন সুপারিশ প্রেরণ	৩১ আগস্ট
৫.	মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হইতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	৩১ আগস্ট
৬.	জাতীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৫ অক্টোবর
৭.	জাতীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	৩১ অক্টোবর
৮.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	০২ জানুয়ারি

১২। জেলা বাছাই কমিটি, কর্মপরিধি, ইত্যাদি।—(১) প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য জেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
(গ)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ঘ)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(ঙ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(চ)	জেলা তথ্য অফিসার	-	সদস্য
(ছ)	সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(জ)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (রাজনীতি সংশ্লিষ্ট) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ঝ)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (সমাজসেবা সংশ্লিষ্ট) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ঞ)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জনসেবার জন্য বিখ্যাত ও নিবেদিত) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ট)	প্রেসক্লাবের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	-	সদস্য
(ঠ)	সভাপতি, জেলা এফবিসিসিআই	-	সদস্য
(ড)	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-	সদস্য সচিব

(২) জেলা বাছাই কমিটির কর্মপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) জেলা কমিটি প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া জাতীয় বাছাই কমিটির বিবেচনার জন্য তালিকা প্রস্তাব করিবে;

(গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া ৩১ আগস্ট এর মধ্যে প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি করিয়া মোট ১০ (দশ) টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব জাতীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বৎসরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে;

(ঙ) তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

১৩। **জাতীয় বাছাই কমিটি, কর্মপরিধি, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক)	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(গ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঘ)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঙ)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(চ)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ছ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ)	সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(ঝ)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঞ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-	সদস্য
(ট)	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	-	সদস্য
(ঠ)	অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

(২) জাতীয় বাছাই কমিটির কর্মপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) জেলা পর্যায় হইতে প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হইতে সরাসরিপ্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক মূল্যায়ন;

(গ) ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া তালিকা প্রস্তুত করত: জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর পাওয়া না গেলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বৎসরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে;

(ঙ) তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।

১৪। **তালিকা চূড়ান্তকরণ।**—(১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ ৩১ অক্টোবরের মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে জাতীয় সমাজসেবা পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকিতে হইবে।

(৩) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জাতীয় সমাজসেবা পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হইবে।

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হইতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামত বা সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) পদকের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর নাম পদক প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসাবে নাম ঘোষণা হইবে না।

(৬) সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে পদকের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হইবে।

(৭) মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হইলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৮) পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করিলে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করিলে পরবর্তী বৎসর পদক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা, ২০১৮, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও,—

(ক) উক্ত নীতিমালার অধীন, সময় সময়, প্রণীত ড্রইং-ডিজাইন, অনুমোদন, পদক প্রস্তুতকরণার্থে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ বা গৃহীত পদক্ষেপ, ব্যয়িত অর্থ, জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ বা অনুরূপ কোনো কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) উক্ত নীতিমালার অধীন গৃহীত কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে, উহা প্রয়োজনীয় অভিযোজন সাপেক্ষে এই নীতিমালার নীতি অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৬। সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।—এই নীতিমালার বিষয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা কোনো সংশয় দেখা দিলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব।

সংযোজনী-ক

প্রস্তাবিত ব্যক্তির
পাসপোর্ট সাইজ
০২টি ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' মনোনয়ন ছক

১। নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক (যে কোন একটি ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

১.১	বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান	:	
১.২	প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	:	
১.৩	প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান	:	
১.৪	সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনঃএকত্রীকরণ	:	
১.৫	কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোন কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ	:	

২। ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য (শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য) :

২.১	নাম: বাংলা ইংরেজি	:	
২.২	পিতার নাম	:	
২.৩	মাতার নাম	:	
২.৪	স্বামী/স্ত্রী (স্পাউস) নাম	:	
২.৫	জন্ম তারিখ	:	
২.৬	নিজ জেলা	:	

২.৭	প্রকৃত জন্মস্থান (নিজ জেলার বাহিরে হইলে)	:	
২.৮	পেশা ও পদবি	:	
২.৯	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ)	:	
২.১০	স্থায়ী ঠিকানা	:	
২.১১	বর্তমান ঠিকানা	:	
২.১২	জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	:	
২.১৩	মোবাইল নম্বর	:	
২.১৪	ই-মেইল	:	

৩। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (কেবল প্রতিষ্ঠানের জন্য) :

৩.১	প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলা ইংরেজি	:	
৩.২	ঠিকানা	:	
৩.৩	ওয়েবসাইট	:	
৩.৪	রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
৩.৫	প্রধান নির্বাহীর নাম	:	
৩.৬	প্রধান নির্বাহীর পদবি	:	
৩.৭	জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	:	
৩.৮	ফোন (দাপ্তরিক)	:	
৩.৯	মোবাইল নম্বর	:	
৩.১০	ই-মেইল	:	

৪। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্য থেকে যে ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অবদান :

৫। সেবা/উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ) :

৬। উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যদি থাকে) তার বিবরণ :

৭। পদকের যে ক্ষেত্রের জন্য অবদান রয়েছে (যে কোনো একটি) সে ক্ষেত্রের স্বপক্ষে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদিসহ নিম্নলিখিত বিষয়সম্বলিত একটি ধারণাপত্র সংযুক্ত করুন (অনধিক ৩০০ শব্দ) :

(ক)	প্রেক্ষাপট	:	
(খ)	উদ্দেশ্য	:	
(গ)	সেবা/প্রকল্প/উদ্যোগের শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল	:	
(ঘ)	কার্যক্রম	:	
(ঙ)	অংশীজন ও উদ্যোগের সংঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	:	
(চ)	উপকারভোগী/কর্মসংস্থানের সৃষ্টি/মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	:	
(ছ)	সেবা/প্রকল্প/উদ্যোগের সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন	:	
(জ)	টেকসই অবস্থা/সম্পৃক্ততা	:	
(ঝ)	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব	:	
(ঞ)	উদ্যোগটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	:	
(ট)	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	:	
(ঠ)	বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পদক্ষেপ	:	

৮। বিশেষ কোনো পুরস্কার বা সম্মাননা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ:

ক্রমিক	পুরস্কার/সম্মাননার নাম ও প্রাপ্তির সন	পুরস্কার/সম্মাননার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
৮.১			
৮.২			
৮.৩			

৯। প্রস্তাব বিবেচনাকালে জরুরী কোনো তথ্যের জন্য বা অন্য যেকোনো প্রয়োজনে যাহার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইবে :

৯.১	নাম	:	
৯.২	বর্তমান ঠিকানা	:	
৯.৩	মোবাইল নম্বর	:	
৯.৪	ই-মেইল	:	

১০। পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রধান অনিবার্য কারণে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে পদক গ্রহণকারীর তথ্য:

১০.১	নাম	:	
১০.২	পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক	:	
১০.৩	বর্তমান ঠিকানা	:	
১০.৪	মোবাইল নম্বর	:	
১০.৫	ই-মেইল		

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/(প্রতিষ্ঠান প্রধান): ....

নাম ও ঠিকানা : ....

তারিখ : ....

১১। প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ প্রশাসনের প্রস্তাব :

.... (প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম) .... সম্পর্কে উপরের তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। সমাজকল্যাণে অনন্য সাধারণ অবদান ও সামগ্রিক জীবনের অর্জন বিবেচনায় তিনি 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' পাইবার যোগ্য। আমি ২০... সালে .... ক্ষেত্রে তাহাকে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদানের প্রস্তাব করিতেছি।

স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

তারিখ : ....

মোবাইল নম্বর : ....

সীল : ....

প্রস্তাব/মনোনয়ন ছক পূরণ বিষয়ে নির্দেশিকা

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবেন।

খ. প্রস্তাবের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে প্রস্তাবক অনুস্বাক্ষর করিবেন।

গ. প্রস্তাব A4 আকারের কাগজের এক দিকে কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং Nikosh Font-এ পেন ড্রাইভে ওয়ার্ড ফাইলে (স্ক্যান ফাইল গ্রহণ যোগ্য নয়) প্রস্তাবের সফট কপি প্রেরণ করিতে হইবে।

ঘ. প্রস্তাব ছকের ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে (অনধিক ৩০০ শব্দ) সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে ঐ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পৃথক কাগজে প্রস্তাবের সহিত সংলাগ আকারে প্রদান করা যাইবে।

ঙ. ছকের যে সকল বিষয় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয় সে সকল বিষয়ে “প্রযোজ্য নয়” এবং যেগুলি নাই সেগুলির ক্ষেত্রে “নাই” লিখিতে হইবে।

চ. ছকটি http.//www.msw.gov.bd ঠিকানা হইতে ডাউনলোড করিয়া ব্যবহার করা যাইবে।

সংযোজনী-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক'

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার .... কে .... ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ .... সালের **'জাতীয় মানবকল্যাণ পদকে'** ভূষিত করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী

.... বঙ্গাব্দ
.... খ্রিষ্টাব্দ

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd